যায়যায়দিন

তারিখ ... 4 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ছাত্রলীগের অপকীর্তি

মাহমুদুল বাসার

শেখ হাসিনার ভরাডুবি হবে ছাত্রলীগের কারণে এটা কোনো ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কথায় আছে, 'সৎ পুত্র কুলের ভূষণ।' আর কুসন্তান ত্যাজ্য করতে বাধ্য হয় বাবা-মা। বর্তমানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কর্মীরা কুসন্তানে পরিণত হয়েছে। তাদের অপকীর্তি শেখ হাসিনার মুখে চুনকালি মাখাচ্ছে, তার কষ্টার্জিত প্লাস পয়েন্টগুলো কলঙ্কের কালিমায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরদিন থেকে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে ছাত্রলীগের একশ্রেণীর সন্ত্রাসী, মাস্তান, চরিত্রহীন। 'একশ্রেণীর' বলা ভুল হবে। বর্তমানে ছাত্রলীগে অযোগ্য নেতারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তারা সঠিক, দক্ষ, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতৃত্ব দিয়ে ছাত্রলীগকে ত্যাগী কর্মী বাহিনীতে পরিণত করতে পারেননি। যদি পারতেন, তাহলে ছাত্রলীগের এতটা হতাশাজনক নৈতিক অধঃপতন ঘটত না।

ছাত্রলীগ এখন একটি দেউলিয়া সংগঠনের নাম। ছাত্রলীগের যদি ষাটের দশকের ঐতিহ্য থাকত, তাহলে মহাজোট গঠনের দরকার হতো না। এ কথা বললে একেবারে ভুল হবে না, ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে ছাত্রলীগের সৃজনশীল, সংগ্রামী ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছাত্রলীগের লড়াকু অংশটি গঠন করে জাসদ, তারপর থেকে ছাত্রলীগ সংগঠন ভেতর থেকে ধসে যায়। তারা আর সাংগঠনিক শৌর্য নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। এরই এক ফাঁকে যখন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এলো, তখন মহাবিপর্যয় নেমে এসে ছাত্রলীগের নেতৃত্বকে ছিন্নভিন্ন করেছে। তারপর 'ভাই' এর পকেট স্বত্বে ছাত্রলীগ মাস্তানাবুদ হয়েছে। তদুপরি ছাত্রলীগ, জাসদ, ছাত্রদল ও শিবিরের ক্রমাগত আক্রমণে রক্তহীন ফ্যাকাশে, ফোকলা, নখদন্তহীন সংগঠনে রূপ পেয়েছে।

অযোগ্য, বন্ধ্যা নেতাকর্মীদের নানান উপসর্গে, নানান দোষে দোষে বসে, ছাত্রলীগের কর্মীদের বেলায়ও তাই হয়েছে। '৭৫ পরবর্তীকালে লড়াকু বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা উদ্ধারের যে আন্তরিক লড়াইটা করেছে, ছাত্রলীগ তা করতে পারেনি। এসব আমার নিজের চোখে দেখা। আমার চোখের সামনে ছাত্রদল, শিবির শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দলের প্রতি তাদের ত্যাগ ও আন্তরিকতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাদের ঐক্যবোধও চমৎকার দেখেছি। সেই তুলনায় ছাত্রলীগের অনেকে দেখে নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়েছি; কেননা আমি জীবনে ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য কোনো রাজনীতি করিনি।

সেই অনৈক্যের ধারা এখনো আছে। পত্রিকা খুললে ছাত্রলীগের গ্রুপিং সংঘর্ষের খবর পড়ে থাকি।

এ গ্রুপিং প্রতিহত করার লক্ষ্যে শেখ হাসিনাকে রাজনীতিতে টেনে আনা হলো, তারপরও গ্রুপিং রয়ে গেল। এটা আদর্শ বিবর্জিত রাজনীতি চর্চার কারণে হয়ে থাকে। আদর্শভিত্তিক রাজনীতি পেছনে ফেলে যখন হালুয়া-রুটিভিত্তিক রাজনীতি প্রাধান্য পাবে, তখন আত্মকলহ লাগবেই, ঠেকানো যাবে না। তাছাড়া অযোগ্যরা কখনো ভালো কাজ করে না, ভালো নেতৃত্ব উপহার দিতে পারে না। তারা সন্দেহ, সঙ্কীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা, অপকর্ম, অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। তারা টাকা কামানোর ধান্ধায় ভোগে। বর্তমান ছাত্রলীগের মধ্যে এ দোষ পুরো মাত্রায় আছে।

নানা ধরনের অপকর্মে তারা জড়িয়ে পড়ে। আগের একটি কলামে বলেছিলাম, ছাত্রলীগের এখন 'ঘরের বাঘ আর বনের বিড়াই' এর দশা। নিজেরা নিজেদের মাথায় বাড়ি মারতে ওস্তাদ। তারা ছাত্রদল ও শিবিরকে মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে না। সেই তাগদ তাদের নেই।

দেশের জনগণ শেখ হাসিনার মুখের দিকে তাকিয়ে পরপর দু'বার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছে। এ ক্ষেত্রে যুব মহিলা লীগের একটা সাংঘাতিক ত্যাগ আছে। ছাত্রলীগের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান নেই, ত্যাগ নেই। তারা দল ক্ষমতায় না থাকলে ইঁদুরের গর্তে পালায়। যখন দল ক্ষমতায় আসে, তখন আখড়া থেকে বের হয়ে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি শুরু করে, শুরু করে ভর্তি বাণিজ্য, যায় হল দখল করতে। অর্থাৎ প্রশাসনের ধনে পোদ্দারি শুরু করে দেয়। অথচ এর উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। দল ক্ষমতায় থাকলে থাকবে বিনয়ী, সংযত আর দল ক্ষমতায় না থাকলে থাকবে সাহসী, নির্ভীক।

কতটা দুঃখে সেদিন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবায়দুল কাদের ছাত্রলীগের চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ ছেলেদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আওতায় আনার সুপারিশ করেছেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ও ছাত্রলীগের অপকীর্তিতে বিরক্ত হয়ে কড়া হুশিয়ারি দিয়েছেন। কিন্তু তাদের টনক নড়া তো দূরের কথা, লজ্জাই হচ্ছে না।

ছাত্রলীগের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান নেই, ত্যাগ নেই। তারা দল ক্ষমতায় না থাকলে ইঁদুরের গর্তে পালায়। যখন দল ক্ষমতায় আসে, তখন আখড়া থেকে বের হয়ে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি শুরু করে, শুরু করে ভর্তি বাণিজ্য, যায় হল দখল করতে।

এ নির্লজ্জ চাঁদাবাজ, অপকীর্তির কুসন্তানরা জানে না, পরবর্তী নির্বাচনে দলের হয়ে ভোট চাইতে গেলে জনগণ ঝাঁটা মারবে, দরজা বন্ধ করে দেবে। ভোট ছিঁড়ে পানিতে ফেলে দেবে, তবু তাদের মতো লম্পটের কথায় ভোট দেবে না।

কিছুদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকে খবর বের হয়েছে, 'ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় ছাত্রলীগের কর্মীদের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে। আহতরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।' (কালের কণ্ঠ ২৭-৪-০১০)।

ছিঃ! ঘৃণা করতেও ঘৃণা হচ্ছে এসব ছাত্রলীগ 'নামধারী' লম্পটদের। শেখ হাসিনাকে ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলব, আইভি রহমান, এস এম কিবরিয়া, ড. হুমায়ুন আজাদের করুণ মৃত্যু দেখে জনগণ আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। ছাত্রলীগের কোনো ত্যাগ নেই, ইমেজ নেই, সুনাম নেই। আপনি শিগগির তাদের বর্জন করুন, তাদের ত্যাজ্য ঘোষণা করুন। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। প্রমাণ পাওয়া গেল, বখাটেরা ছাত্রলীগ সংগঠনে আশ্রয় পেয়েছে। ছাত্রলীগের ছেলেরাই প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পথে পথে দাঁড়িয়ে মেয়েদের উত্যক্ত করে; তার ফলে সুন্দর ফুলের মতো মেয়েরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এর চেয়ে ধিক্কারের কথা আর কী হতে পারে?

কী বলব দুঃখের কথা, পরিতাপের কথা, ছাত্রলীগের কুসন্তানরা আমার বিপদের দিনে আমার পাশে না দাঁড়িয়ে উল্টো আমার সঙ্গে চাঁদাবাজি করেছে, আমার বাসা ঘেরাও করে চাঁদা নিয়েছে।

তাদের কারণে যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী খোঁটা দিয়ে বড় বড় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। খবরে প্রকাশ, 'ছাত্র শিবিরকে সহায়তা করতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামের আমির মতিউর রহমান নিজামী। তিনি বলেন, "আপনি যদি সত্যিকার অর্থে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চান, তাহলে আপনার সোনার ছেলেদের দিয়ে সম্ভব নয়। ইসলামী ছাত্র শিবিরের মতো উন্নত নৈতিকতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদের সহায়তা করুন, ছাত্রশিবিরই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে পারবে।" (কালের কণ্ঠ ২৭/৪/১০)।

ছাত্রলীগের চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ ও সন্ত্রাসীরা যুদ্ধাপরাধীর কণ্ঠে ধৃষ্ট বচন তুলে দিয়েছে। আমি ও আমার সাংগঠনিক নেতা ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলব, ছাত্রলীগের নৈতিকতাহীন পাজিদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আওতায় আনুন।

দলে কাদের সিদ্দিকী নেই, শামীম ওসমান নেই, হাজারী নেই, তাতে কী হয়েছে? ছাত্রলীগের চাঁদাবাজ, চরিত্রহীনদের ত্যাজ্য করুন, কোনো ক্ষতি হবে না।

মাহমুদুল বাসার: প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক ও গবেষক।